দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 15 JUL 1988
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

দৈনিক
ইত্তেফাক
রবিবার, ১লা শ্রাবণ, ১৩৯৫

029

এস এস সি'র ফলাফল

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। ঢাকা বোর্ডের মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৯ শত ৩১ জন। তন্মধ্যে পাস করিয়াছে ৭৯ হাজার ৫শত ২০ জন। কুমিল্লা বোর্ডে পরীক্ষা দিয়াছিল ১ লক্ষ ২ শত ২জন। পাস করিয়াছে ৫২ হাজার ৮শত ৮৯ জন। পক্ষান্তরে রাজশাহী ও যশোর বোর্ডে পরীক্ষা দিয়াছে যথাক্রমে ৯৩ হাজার ৮ শত ৭৮ জন ও ৮৮ হাজার ৪ শত ৬৫ জন। পাস করিয়াছে যথাক্রমে ৪৩ হাজার ৬ শত ৫ জন এবং ৩৯ হাজার ৩ শত ৬৮ জন। পাসের হার সর্বোচ্চ ঢাকার–৬৩ দশমিক ১৫ শতাংশ। তারপর কুমিল্লার–৬২ দশমিক ৭৬ শতাংশ। অন্যদিকে রাজশাহী ও যশোর বোর্ডের পাসের হার হইতেছে যথাক্রমে ৪৬ দশমিক ৪৪ শতাংশ ও ৪৪ দশমিক ৫০ শতাংশ।

বলা বাহুল্য, পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর ফল সম্পর্কে যে বিভিন্ন জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল এবং পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে যে উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহা দূরীভূত হইয়াছে। অবশ্য নূতন অন্য যে উদ্বেগটি ইহার পর সৃষ্টি হইবে তাহা হইতেছে পাস করা এই ছেলে-মেয়েরা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য কোথায় ভর্তি হইবে! বিশেষ করিয়া যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী মেধা তালিকার শীর্ষে স্থান পাইয়াছে অথবা ভালো করিয়াছে তাহাদের জন্য তো বটেই, অন্যদের জন্যও প্রয়োজন অধ্যয়নের আদর্শ পরিবেশসমৃদ্ধ কলেজ, যেখানে তাহারা নিরাপদে পড়াশুনা করিতে পারিবে। ছাত্র নামধারী অছাত্ররা তাহাদের পড়াশুনার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিবে না এবং শিক্ষকরাও যত্ন সহকারে তাহাদের শিক্ষা দান করিবেন। কিন্তু এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশে কোথায়? এতদিন দেশের যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আদর্শ শিক্ষায়তন হিসাবে গণ্য হইয়া আসিতেছিল সেখানেও এখন শিক্ষার পরিবেশ নাই। মারামারি, হড়াহড়ি লাগিয়াই আছে। পক্ষান্তরে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই মারামারি এখনও কম। কিন্তু যোগ্য শিক্ষকের স্বল্পতা এবং ছাত্রদের নকল প্রবণতার দরুন সেই প্রতিষ্ঠানগুলিতেও শিক্ষার পরিবেশ অক্ষুণ্ণ নাই। বস্তুতঃ এ সমস্ত কারণে দেশের যে কলেজগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হইবে সেগুলিকে নিরাপদ ও শিক্ষার উপযুক্ত করাই হইতেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষীয় মহলের অত্যাবশ্যক প্রাথমিক দায়িত্ব। লক্ষণীয়, অন্যান্য বছরের মত এবছরও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনের জন্য যে অধ্যবসায় ও শ্রম দিতে হইয়াছে, তাহার বিবরণ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে তাহারা ভবিষ্যতে কি পেশা গ্রহণ করিতে চায়, কিভাবে দেশের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করিতে আগ্রহী তাহাও তাহারা ব্যক্ত করিয়াছে। কিন্তু দেশের এই সোনার টুকরা ছেলে-মেয়েদের অভিলাস কি বাস্তবে রূপ লাভ করিবে? আমরা কি তাহাদের সঠিক পথে চালিত করিতে সমর্থ হইব? বলা বাহুল্য, ইহা কাহারও একার দায়িত্ব নয়। এ দায়িত্ব যেমন শিক্ষা বিভাগ তথা সরকারের, তেমনি এই দায়িত্ব দেশের রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক মহল, অভিভাবক শ্রেণী-সকলেরই। বস্তুতঃ একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতি বছর যে সমস্ত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী পাস করিয়া বাহির হয় তাহাদের যথার্থ ছত্রচ্ছায়া দেওয়া হইলে অর্থাৎ তাহাদের মেধা বিকশিত করার সকল সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইলে তাহারা যেমন নিজেদের সুযোগ্য করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে, তেমনি পারে উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে দেশের কর্ণধার হইতে। তাহাছাড়াও এক-মাত্র ইহাদের দ্বারাই দেশের অনগ্রসরতা দূর করা যেমন সম্ভব তেমনি সম্ভব সমৃদ্ধির চাকা সচল রাখাও।

এ বছর যাহারা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছিল তন্মধ্যে ৪৫ শতাংশ অকৃতকার্য হইয়াছে। ফেলের হার এত বেশী কেন? কে ইহার জবাব দিবে? এই অকৃতকার্যদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আদপেই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার উপযুক্ত ছিল না। বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ তাহা জানা সত্ত্বেও লটারী খেলার মত তাহাদের 'সেন্টআপ' করিয়াছে—যদি দুই চারজন ভাগ্যক্রমে অথবা নকলের জোরে পাস করিয়া যায়। এভাবে অনেকে পাসও করিয়াছে বটে, তবে স্কুলগুলিকে পড়াশুনার আদর্শ স্থান হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে স্কুল কর্তৃপক্ষের এই প্রবণতা অবশ্যই পরিহার করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। পরীক্ষাকেন্দ্রে নকলের বাহুল্য তখন আপসে আপ কমিয়া যাইবে। অযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীর পিছনে অযথা ব্যয় হইতে দরিদ্র পিতা-মাতাদের রক্ষা করিতে হইলে এবং শিক্ষা-খাতের অপব্যয় রোধ করিতে হইলে ইহার কোন বিকল্প নাই।